সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রথম সম্মেলন

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

শুক্রবার
২৯ মার্চ ২০১৩

স্থান
ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন হল
রাজাবাজার, শিয়ালদহ
কলকাতা

ভূমিকা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক জটিল সময়পর্বে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এ আই পি এস ও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরের ৫-৭ অক্টোবর (২০১২) পণ্ডিচেরীতে এ আই পি এস ও-র জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পণ্ডিচেরীর আগে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাটনায়—২০০৭ সালে। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্সংহত করতে পাটনা জাতীয় সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

বস্তুতপক্ষে পাটনা সম্মেলনের পরই এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে পুনর্গঠিত করা হয়। এই সময়ে ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসব থেকে শুরু করে বহুবিধ কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করা হয় এই সংস্থার উদ্যোগে। নতুন পর্বে পুনর্গঠিত হবার পর রাজ্য প্রথম সম্মেলনে আমরা মিলিত হয়েছি।

গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্য কনভেনশনে পণ্ডিচেরী জাতীয় সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের পাশাপাশি আমরা ঠিক করেছিলাম যে ছ'মাসের মধ্যে রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন করা হবে। রাজ্যের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্য কনভেনশনের সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি, সামিল হয়েছি এই সম্মেলনে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হলে বিদ্যমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা জরুরী। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই পর্বে যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিবেশ শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জগুলিকে জটিলতর করেছে। ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙনের পর সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নয়া উদারবাদের দু'দশকে আন্তর্জাতিক শ্রেণি শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের পাল্লাভারি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে। গত দু'দশকে সমস্ত ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আধিপত্য আজকের পৃথিবীর সব দেশকেই কার্যত তার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টেনে এনেছে।

বিশ্বায়নের বর্তমান অধ্যায়ে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবন বিপুল আকার নিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির নেতৃত্বে পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে বিশ্বের পুনর্বিন্যাস—যেখানে উচ্চতম মুনাফার সন্ধানে বিশ্বজুড়ে সর্বত্র পুঁজি চায় অবাধ প্রবেশাধিকার। সেজন্যই সে চায় পথের সমস্ত বাধা অপসারণের শর্ত আরোপ করতে। আর্থিক উদারীকরণের এটাই সার কথা। এরই সঙ্গী হয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কারের নয়া উদারনীতিবাদী আক্রমণ, যা বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য ও বিপন্ন করছে। বিশ্বায়নের এই পর্বে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি কয়েকটি নির্দিষ্ট জাতিরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কৌশলগত স্বার্থেও সক্রিয় নয়। এখন তা সক্রিয় আন্তর্জাতিকভাবে। তার মানে এই নয় যে আন্তর্সাম্রাজ্যবাদী বৈরিতা এখন লুপ্ত। বাস্তবে তা নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি এমন একটি বিশ্বে কাজ করছে যেখানে আন্তর্সাম্রাজ্যবাদী বৈরিতাকে সাময়িকভাবে হলেও খর্ব করে রাখা হয়েছে।

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের অন্তর্লীন সংকট রয়েছেই। প্রথমত, ধনী ও দরিদ্রের এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া রদ করতে অক্ষম। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় যে আর্থিক বৃদ্ধি তা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পারছে না। কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধি বা 'জবলেস গ্রোথ' তার বৈশিষ্ট্য। কোনোভাবেই সংকট অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে না। সংকট বেড়েই চলেছে। আর ততই আক্রমণ বাড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। জনগণকে বর্ধিত শোষণ করার মাধ্যমেই সংকট থেকে বেরোবার পথ খুঁজতে চাইছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন।

ফলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ক্রমশ বেশি বেশি আক্রমণাত্মক ও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির চেষ্টা করছে অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বিলুপ্ত করতে, নিষ্ক্রিয় করে দিতে চাইছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে; সর্বোপরি বিশ্বজুড়ে নিজেদের সামরিক ও অর্থনৈতিক অধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে-কোনো পথ বেছে নিতে চাইছে। আশ্রয় নিচ্ছে যে-কোনো ছলনার।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর একতরফা যুদ্ধ করে সামরিকভাবে ইরাককে দখল করা হয়েছে। কার্যত আফগানিস্তানকে দখল করা হয়েছে। মিশর, লিবিয়ার মতো দেশগুলিতে গণতন্ত্রের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দসই পুতুল সরকার বসানোর চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সিরিয়া দখলের জন্য প্রস্তুতিও এখন তুঙ্গে। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সাম্রাজ্যবাদ মরীয়া। ওয়াশিংটন ইজরায়েলকে সামরিকভাবে মদত দিচ্ছে এবং নির্লজ্জভাবে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে ইজরায়েলী দখলদারির পক্ষে সাফাই গাইছে ও সাহায্য করছে। ইজরায়েল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পরমাণু অস্ত্রধর দেশ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পরমাণু কর্মসূচীকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে আক্রমণের ফিকির খুঁজছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও বেআইনীভাবে ইরানের তেলের উপর বিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আফগানিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য খাড়া করতে মৌলবাদী / তালিবানি গোষ্ঠীগুলিকেও তারা মদত দিচ্ছে।

লাতিন আমেরিকায় কিউবা তো বটেই, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েদরসহ বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে এমন দেশগুলির বিরুদ্ধে হেন ষড়যন্ত্র নেই যা আমেরিকা করছে না। গত অক্টোবরেও মার্কিন মদতপুষ্ট দক্ষিণপন্থীদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাস্ত করে ভেনেজুয়েলায় উগো সাভেজ ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। গত ৫ মার্চ (২০১৩) সাভেজের মৃত্যুর পর আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভেনেজুয়েলার বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আরও খোলামেলা চক্রান্ত চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাগরেদরা।

লক্ষণীয়, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর সামরিক জোট ন্যাটো বজায় রাখার কোনো যুক্তি ছিল না। বাস্তবে 'ন্যাটো-কে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। নতুন নতুন দেশকে সদস্য করে 'ন্যাটো'র পরিধি বাড়ানো হয়েছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট বহুগুণ বেড়ে গেছে। আজ সমগ্র বিশ্বে সামরিক খাতে যত খরচ হয় তার শতকরা ৭২ ভাগ খরচ করে ন্যাটোভুক্ত দেশগুলি।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে সাংগ্রিলা নিরাপত্তা সম্মেলনে মার্কিনীরা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের অবস্থান সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করেছে। এতদিন মার্কিন নৌবহরের ৫০ ভাগ আটলান্টিক মহাসাগরে এবং ৫০ ভাগ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থান করত। নতুন নীতিতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ সৈন্য সমাবেশ করছে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন্স এবং থাইল্যান্ডে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হবে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলির সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করবে বলেও ওয়াশিংটন ঘোষণা করেছে।

এই নতুন সৈন্য সমাবেশ নীতি আপাত দৃষ্টিতে উত্তর কোরিয়াকে টার্গেট করলেও, আদতে চীনকে মাথায় রেখেই তা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ চীন সমুদ্রে বিশেষ করে মালাক্কা প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সুযোগ বুঝে এই অঞ্চলে সামরিক হস্তক্ষেপ করাই মার্কিনীদের লক্ষ্য।

আফ্রিকাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক আধিপত্য দৃঢ়তর করার জন্য 'আফ্রিকম'কে চাঙ্গা করেছে। মরক্কোর দখলদারিতে নিষ্পেষিত পশ্চিম সাহারার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিও এখন বাড়তি চাপের মুখে।

সাম্রাজ্যবাদের সামরিক কৌশল ও প্রবণতাগুলি আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি শাসিত বিশ্বায়নের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। নয়া উদারবাদের নাম করে বেপরোয়াভাবে তারা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নানা জরুরী ক্ষেত্রে অবাধ হস্তক্ষেপের সুযোগ চাইছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ, ব্যাঙ্ক, বীমা, কৃষি, পেনশন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খুচরো ব্যবসা, এমনকি নদীর জল— প্রায় সর্বক্ষেত্রই খুলে দিতে হবে বহুজাতিক পুঁজির জন্য।

বিশ্ব পুঁজিবাদের বিবেকহীন লুঠেরা চরিত্রের পরিণতিতে বাড়ছে জলবায়ুর সংকটও। কিয়োটো প্রোটকল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানতেই চায়নি। কার্বন নির্গমনের দায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চাপিয়ে দিতে চাইছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়েই। যেভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রসংঘ-সহ আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা করছে না, সেইভাবে তারা একতরফা নীতি নিয়ে চলছে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নেও।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও নিরঙ্কুশ একাধিপত্য কায়েম করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী শিবির। নয়া উদারবাদের দাওয়াই-মাফিক বহুজাতিক পুঁজি অবাধ বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে শিক্ষা-সংস্কৃতি-মিডিয়ার ক্ষেত্রেও। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রতিরোধকে দুর্বল করতে কোটি কোটি ডলার তারা বিনিয়োগ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি'র মতো সংস্থাগুলি বিশ্বজুড়ে মিডিয়ার মগজ ধোলাইয়ের কাজে অতিমাত্রায় সক্রিয়। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনও অনেক সময়ই বহুজাতিক পুঁজিনিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের শিকার।

একইভাবে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাবাদ, মৌলবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, খণ্ড জাতীয়তাবাদ, পরিচিতিসত্তার রাজনীতি, উত্তর আধুনিকতাবাদের মতো প্রবণতাগুলিকে চাঙ্গা করা হচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদ মানেই যেমন যুদ্ধ, সংঘাত, অস্ত্র প্রতিযোগিতা— তেমনই উগ্র প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি ও মতাদর্শের বেসাতি তার মজ্জাগত।

তবে এতদ্‌সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ বাড়ছে। সংগঠিত ও কার্যকর রাজনৈতিক বিকল্প সবক্ষেত্রে স্পষ্ট নয় একথা সত্যি। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দালন তীব্রতর হচ্ছে, দাবি উঠছে জনস্বার্থবাহী বিকল্প নীতির। লাতিন আমেরিকায় বামমুখী সরকারগুলির নীতি ও যৌথ কার্যক্রম তথাকথিত 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'কে ভেঙে জনস্বার্থবাহী বিকল্প নীতি তুলে ধরছে। বিশ্ব শক্তি ভারসাম্যে বহু-মেরু প্রবণতাগুলিও আজ অনেক স্পষ্ট।

লাতিন আমেরিকায় বলিভারিয়ান বিকল্প উদ্যোগের পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে বাদ দিয়ে গঠিত হয়েছে নতুন আন্তরাষ্ট্রীয় মঞ্চ 'সেলাক'। তাছাড়া চীন ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে 'সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা' ক্রমশ সংহত হয়ে উঠছে। ২০০৯ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনকে নিয়ে যে 'ব্রিক' গঠিত হয়েছিল, ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'ব্রিকস'। 'ব্রিকস' আন্তর্জাতিক মঞ্চে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আরও বেশি অধিকার দাবি করছে।

২০১২ সালের ৩০ নভেম্বর প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রসংঘে পরিদর্শক সদস্যের মর্যাদা দিয়ে কার্যত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্যালেস্টাইনের পক্ষে আমেরিকা- ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংহতি আন্দোলনের এ এক উল্লেখযোগ্য জয়।

মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নাত পথ বেয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে প্রত্যক্ষ করছে এক ব্যতিক্রমী মৌলবাদ-বিরোধী আন্দোলন। শাহবাগ চত্বরের অসংখ্য মানুষের প্রতিবাদ অনুরণিত হচ্ছে এপার বাংলাতেও। সংহতির গ্রন্থিতে ভেঙে পড়ছে মাঝের দেওয়াল।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন এখন বেশি প্রাসঙ্গিক

অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারছি বিশ্বায়নের এই পর্বে এসে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সম্ভবত আরও জরুরী, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির স্বার্থে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি কার্যকর করতে সাম্রাজ্যবাদ এখন অনেক আক্রমণাত্মক। যেকোনো অজুহাতে, যেকোনো দেশে যুদ্ধ বাধাতে সে দ্বিধাহীন। পৃথিবীর একটি প্রান্তও এই বিপদ থেকে মুক্ত নয়। সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সর্বাত্মকভাবে কব্জা করতে চায়। এই অবস্থায় শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। নিরন্তর ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতেই সর্বাত্মক করে তুলতে হবে প্রতিরোধের লড়াইকে। ব্যাপকতম অংশের মানুষের সচেতন ও সংগঠিত প্রতিরোধ সাম্রাজ্যবাদের বিপদের মোকাবিলা করতে পারে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের এই সময়োপযোগী বর্ধিত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়েই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

বিকাশমান ও বহুমাত্রিক আন্দোলন

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন একটি বিকাশমান ও বহুমাত্রিক আন্দোলন। এ কারণেই তা জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই পর্বে শান্তি ও স্বাধীনতার উপর আক্রমণ আসছে বহুবিধ বিচিত্র দিক থেকে এবং রূপ নিয়ে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলন বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেই কর্মসূচি নির্ধারণ করে এবং তা কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা ও অস্ত্রদৌড়ের বিরোধিতা করতে এবং সদ্য স্বাধীন উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীন ও সার্বভৌম বিকাশের স্বার্থে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত রূপ দিতে বিশ্বশান্তি পরিষদ গড়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদ নতুন মাত্রায় আগ্রাসী রূপ নিয়েছে।

যুদ্ধ, সংঘাত, অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী সামরিক কৌশলের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে সমবেত ও সংগঠিত করার সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি শাসিত নয়া উদারনৈতিক আর্থিক, বাণিজ্যিক নীতির বিরুদ্ধে

গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলাও শান্তি আন্দোলনের কাছে অত্যন্ত জরুরী। আধিপত্যবাদী স্বার্থে এক মেরু নীতি আরোপ করার অপচেষ্টার মোকাবিলায় শান্তি ও সংহতি আন্দোলন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলিকে শক্তিশালী করতে তৎপর। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিই মুখরিত হয় শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের মঞ্চে। মৌলবাদী হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, পরিচিতি সত্তার মতো নেতিবাচক প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন মানুষকে সংগঠিত করতে চায়। পরিবেশ রক্ষা করে সুস্থায়ী উন্নয়নের পক্ষে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সদাসক্রিয়। মিডিয়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনস্বার্থমূলক, বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থায় ভারতের মতো দেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শক্তি ভারসাম্যের বর্তমান স্তরে ভারতের মতো দেশ স্বাধীন নীতি অনুসরণ করলে একদিকে তা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে; অন্যদিকে তা বহুমেরুত্বের প্রবণতাগুলিকে সংহত করে সাম্রাজ্যবাদকে চাপে রাখতে সাহায্য করে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, ভারতকে তার স্ট্রাটেজিক পার্টনারে পরিণত করার জন্য মার্কিনী চাপ বিগত সময়ে বেড়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে মার্কিন হস্তক্ষেপ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিশেষত মার্কিনী কর্তাব্যক্তিরা ভারত সফরে এসে এমন সব ঘোষণা করছেন, যা অনেক সময়ই আমাদের দেশের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। মার্কিন চাপের মুখেই পরমাণু চুক্তিতে রাজি হয়েছিল ভারত সরকার। ইরান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল আমদানির প্রশ্নে সমঝোতা করছে ভারত। আরব দেশগুলির জনগণের অনুভূতির তোয়াক্কা না করে ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। শুধু এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই নয়, আরব ভূখণ্ডেও মার্কিন আধিপত্যকামী নীতির সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য ভারতের উপর চাপ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থায় পরমাণু প্রশ্নে ভারত অন্তত চারবার ভোট দিয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে। যদিও ইরান প্রশ্নে ওয়াশিংটনের স্বার্থ কখনই ভারতের স্বার্থবাহী নয়। জাতীয় স্বার্থে বিশ্ব রাজনীতিতে বিদ্যমান বহুমেরুত্বের প্রবণতাগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ভারতের পক্ষে অপরিহার্য।

ভারতের কাছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতের অনেক প্রত্যাশা। বিশ্ববাসী চান অস্ত্রদৌড়ের বিরোধিতায়, বিশ্বশান্তির স্বার্থে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রসারে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় এবং শান্তিপূর্ণ ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত নেতৃত্বদায়ক ভূমিকা পালন করুক। প্যালেস্তাইনের মানুষের যন্ত্রণা নিরসনে ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা নিক। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মার্কিনী আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করুক ভারত। এ সবই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিকামী মানুষের অভিমত। এ আই পি এস ও পণ্ডিচেরী জাতীয় সম্মেলনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে উত্থাপিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পেশ করা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার দাবিতে ভারত সরকার এখন সোচ্চার হোক। মানুষ চান এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌবহর বাড়ানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশগুলিকে সমবেত করার উদ্যোগ নিক ভারত।

গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলাও শান্তি আন্দোলনের কাছে অত্যন্ত জরুরী। আধিপত্যবাদী স্বার্থে এক মেরু নীতি আরোপ করার অপচেষ্টার মোকাবিলায় শান্তি ও সংহতি আন্দোলন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলিকে শক্তিশালী করতে তৎপর। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিই মুখরিত হয় শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের মঞ্চে। মৌলবাদী হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, পরিচিতি সত্তার মতো নেতিবাচক প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন মানুষকে সংগঠিত করতে চায়। পরিবেশ রক্ষা করে সুস্থায়ী উন্নয়নের পক্ষে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সদাসক্রিয়। মিডিয়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনস্বার্থমূলক, বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থায় ভারতের মতো দেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শক্তি ভারসাম্যের বর্তমান স্তরে ভারতের মতো দেশ স্বাধীন নীতি অনুসরণ করলে একদিকে তা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে; অন্যদিকে তা বহুমেরুত্বের প্রবণতাগুলিকে সংহত করে সাম্রাজ্যবাদকে চাপে রাখতে সাহায্য করে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, ভারতকে তার স্ট্রাটেজিক পার্টনারে পরিণত করার জন্য মার্কিনী চাপ বিগত সময়ে বেড়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে মার্কিন হস্তক্ষেপ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিশেষত মার্কিনী কর্তাব্যক্তিরা ভারত সফরে এসে এমন সব ঘোষণা করছেন, যা অনেক সময়ই আমাদের দেশের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। মার্কিন চাপের মুখেই পরমাণু চুক্তিতে রাজি হয়েছিল ভারত সরকার। ইরান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল আমদানির প্রশ্নে সমঝোতা করছে ভারত। আরব দেশগুলির জনগণের অনুভূতির তোয়াক্কা না করে ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। শুধু এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই নয়, আরব ভূখণ্ডেও মার্কিন আধিপত্যকামী নীতির সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য ভারতের উপর চাপ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থায় পরমাণু প্রশ্নে ভারত অন্তত চারবার ভোট দিয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে। যদিও ইরান প্রশ্নে ওয়াশিংটনের স্বার্থ কখনই ভারতের স্বার্থবাহী নয়। জাতীয় স্বার্থে বিশ্ব রাজনীতিতে বিদ্যমান বহুমেরুত্বের প্রবণতাগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ভারতের পক্ষে অপরিহার্য।

ভারতের কাছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতের অনেক প্রত্যাশা। বিশ্ববাসী চান অস্ত্রদৌড়ের বিরোধিতায়, বিশ্বশান্তির স্বার্থে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রসারে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় এবং শান্তিপূর্ণ ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারত নেতৃত্বদায়ক ভূমিকা পালন করুক। প্যালেস্তাইনের মানুষের যন্ত্রণা নিরসনে ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা নিক। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মার্কিনী আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা করুক ভারত। এ সবই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তিকামী মানুষের অভিমত। এ আই পি এস ও পণ্ডিচেরী জাতীয় সম্মেলনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে উত্থাপিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পেশ করা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার দাবিতে ভারত সরকার এখন সোচ্চার হোক। মানুষ চান এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌবহর বাড়ানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশগুলিকে সমবেত করার উদ্যোগ নিক ভারত।

ভারতের স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ বিদেশ নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে এ আই পি এস ও-র মতো সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিপদ মোকাবিলায় ব্যাপকতম মানুষকে সমবেত করার দেশপ্রেমিক কর্তব্য এ আই পি এস ও ক্লান্তিহীনভাবে পালন করে যাবে।

এ আই পি এস ও-র দায়িত্ব বেড়েছে

ভারতের শান্তি ও সংহতি আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবেই বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ শরিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের ২৪-২৮ আগস্ট পোল্যান্ডে শান্তির পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বকংগ্রেসের পরই আমাদের দেশে ও সদ্য বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেবার চেষ্টা হয়। ১৯৫১ সালের ১১-১৩ মে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সারা ভারত শান্তি সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া পীস কাউন্সিল গঠিত হবার সময় থেকেই তা বিশ্ব শান্তি পরিষদের (ডব্লিউ পি সি) অনুমোদিত সংগঠন ছিল। সেই থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের মঞ্চে ভারতের শান্তি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ব শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে রমেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অবদান অল ইন্ডিয়া পীস কাউন্সিল ও পরবর্তীকালে অল ইন্ডিয়া পীস অ্যান্ড সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের মর্যাদা বাড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে। রমেশচন্দ্র দীর্ঘদিন ডব্লিউ পি.সি.-র সেক্রেটারি জেনারেল এবং পরে সভাপতি ছিলেন। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর ডব্লিউ পি সি'র সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্সংহত করার উদ্যোগেও তিনি শামিল হয়েছিলেন।

বিশ্বশান্তি পরিষদের পুনর্গঠন পর্বেও এ আই পি এস ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০৮ সালে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সংসদ থেকে এ আই পি এস ও নির্বাচিত হয় বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীতে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সংসদ থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পায় এ আই পি এস ও।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ ছাড়াও আফ্রো এশীয় পিপলস্ সলিডারিটি অর্গানাইজেশন এবং এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনের মঞ্চেও এ আই পি এস ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ফলে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে এবং ব্যাপকতর অংশের মানুষকে সমবেত করে আরও কার্যকর ভূমিকায় এ আই পি এস ও-কে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সর্বভারতীয় স্তরে এ আই পি এস ওকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হলে আমাদের রাজ্য শাখাকেও আরও সংগঠিত ও প্রসারিত করার দায়িত্ব থেকে যায়। এই সচেতনতা নিয়েই সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের গৌরবজনক ঐতিহ্য আমাদের পাথেয়।

বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়া আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে উপযুক্ত পরিকল্পনা সহকারে এ কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং নতুন নতুন অংশের মানুষকে ঐ উদ্যোগে শামিল করতে হবে। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় কর্মসূচী নিয়মিত পালন করার পাশাপাশি রাজ্য শাখাকে নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও নীতি নির্ধারণে ভূমিকাপালন করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিকে শান্তি ও সংহতির পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিপক্ষে কর্মপন্থা নির্ধারণে সচেতন ও প্রভাবিত করা আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের প্রিয় সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের প্রতি সংহতি জানিয়ে কর্মসূচী পালন করে যাবে।

রাজ্য শাখার বিভিন্ন কর্মসূচী

বিগত ২০০৭ সালে পুনর্গঠিত হবার পর থেকে এ আই পি এস ও রাজ্যশাখা সংগঠনের মূল নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী লাগাতার কর্মসূচী পালনের চেষ্টা করে গেছে। সর্বভারতীয় কমিটির নির্ধারিত কর্মসূচীগুলি পালন করার পাশাপাশি রাজ্যশাখার নিজস্ব উদ্যোগে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

রাজ্য শাখা সর্বভারতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনগুলিতেও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের নিয়মিত ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ শাখা জাতীয় স্তরের প্রতিটি কর্মসূচীতেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে।

আলোচ্য সময়ে রাজ্য শাখার কর্মতৎপরতার একটি চিত্র নিচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে—

২০০৭

৭ আগস্ট : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা সভাগৃহে এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার আহ্বানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে আসন্ন ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসবের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি জ্যোতি বসু। কার্যকরি সভাপতি হাসিম আবদুল হালিম। সাধারণ সম্পাদক রবীন দেব।

৯ আগস্ট : এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার উদ্যোগে নাগাসাকি দিবস উদযাপন। ধর্মতলায় এই উপলক্ষে মিছিল। সর্বস্তরের বিশিষ্ট নাগরিকরা অংশ নেন।

২-৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসব। নেতাজী ইন্ডোরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন ভিয়েতনাম মুক্তি সংগ্রামের কিংবদন্তী নেত্রী মাদাম বিন্, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম, লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু, পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন দেব প্রমুখ। কলকাতা এবং যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠান।

৪ সেপ্টেম্বর : বঙ্গোপসাগরে ভারত-মার্কিন নৌবাহিনীর যৌথ মহড়ার প্রতিবাদে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

২০০৮

১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি : নয়া দিল্লিতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনসালটেটিভ মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ শাখার দু'জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

৮-১৩ এপ্রিল : ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে আয়োজিত ডব্লিউ পি সি'র বিশ্ব শান্তি

সংসদ ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার তরফে অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, শ্যামল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ, ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

২৪-২৫ মে : ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এ আই পি এস ও-র সারা ভারত কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার কয়েকজন সদস্য অংশ নেন। বৈঠকে পাটনা সম্মেলন (২০০৭) পরবর্তী কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়।

১৪-১৫ জুন : শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে ষষ্ঠ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাংসদ শ্যামল চক্রবর্তী, মদন ঘোষ, মিনতি ঘোষ, রবীন দেব, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ অংশ নেন।

২৬ জুলাই : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে 'মনকাদা দিবস' উপলক্ষে কিউবার প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা। বক্তা ছিলেন রবীন দেব, মানব মুখার্জী, শ্রুতিনাথ প্রহরাজ প্রমুখ।

৬-৯ আগস্ট : জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাজ্য শাখার তরফে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্লোল মজুমদার অংশ নেন।

১০-১৫ আগস্ট : ভিয়েতনামে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম-ভারত মৈত্রী উৎসবে রবীন দেবের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

১ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে রাজ্য শাখার সদস্যরাও অংশ নেন।

৯ সেপ্টেম্বর : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদ্‌যাপন। প্যালেস্তাইন জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রচারিত আবেদনপত্রে তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর।

২৬ সেপ্টেম্বর : আমেরিকার মায়ামিতে বেআইনীভাবে বন্দী কিউবার পাঁচজন নাগরিকের মুক্তির দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ এল রায় মেমোরিয়াল হলে এ আই পি এস ও রাজ্য শাখা এবং ন্যাশনাল কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ কিউবার উদ্যোগে সংহতি সভা। পাঁচ বন্দীর অন্যতম ফার্নান্দো গণ্ডালেজের স্ত্রী শ্রীমতী রোজা অরোরা ফ্রেইজানেস এবং তাঁদের আইনজীবী শ্রীমতী লুরিস পিনেরো সিয়েরা সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ।

১৪-১৬ ডিসেম্বর : হায়দারাবাদে আয়োজিত আফ্রো এশিয়ান পিপলস্ সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের অষ্টম কংগ্রেসে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফে রবীন দেব, অঞ্জন মুখার্জী, বিনায়ক ভট্টাচার্য, শ্রীমতী প্রদীপ্তা কানুনগো, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও প্রদীপ দত্তগুপ্ত অংশ নেন।

২০০৯

৭ জানুয়ারি : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে প্যালেস্তাইনের জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা। সভাপতি রবীন দেব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ড. শ্রীকুমার মুখার্জ, অঞ্জন মুখার্জী, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

৩০ মার্চ : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন দিবস উদ্‌যাপন। দক্ষিণ কলকাতার যোগেশ মঞ্চে সভা।

১২-১৩ জুন : কাঠমাণ্ডুতে ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের এশিয়া প্যাসিফিক কনসালটেটিভ মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফেও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

৬-৯ আগস্ট : জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফে অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী অংশ নেন।

১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য শাখার উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস উপলক্ষে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২০১০

২৯ জানুয়ারি : চাইনীজ পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর পীস অ্যান্ড ডিসআর্মামেন্টের প্রতিনিধিদের কলকাতা সফর। রাজ্য শাখার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক।

২০-২১ ফেব্রুয়ারি : কাঠমাণ্ডুতে এশিয় শান্তি সম্মেলনে রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রদীপ্তা কানুনগো এবং স্বপ্না মুখার্জি যোগ দেন।

১৯-২০ মার্চ : লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনে পঞ্চম এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনে অঞ্জন মুখার্জি ও সৌমেন্দ্রনাথ বেরা অংশ নেন।

২৮-৩০ এপ্রিল : এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার উদ্যোগে গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় লেনিনের উপর প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রদর্শন। ডাকটিকিটগুলির সংগ্রাহক ছিলেন শুভ্র চন্দ্র। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন রবীন দেব, ড. শ্রীকুমার মুখার্জী প্রমুখ।

১ সেপ্টেম্বর : কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস পালন।

২১ নভেম্বর-৫ ডিসেম্বর : রজত ব্যানার্জী, অনিন্দিতা সর্বাধিকারী, প্রবীর দেব এবং পাপিয়া অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ আই পি এস ও-র তরফে চীনে ২ সপ্তাহব্যাপী বহুবিধ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।

২০১১

১২-১৩ মার্চ : কাঠমাণ্ডুতে আয়োজিত দক্ষিণ এশিয়া শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ (অশোক গুহ, দীপঙ্কর মজুমদার, মৌসুমী রায়, স্বপন সরকার, শ্রীমতী মহম্মদী তারান্নুম, অশোক অধিকারী প্রমুখ) যোগদান করেন।

৪-৫ জুন : বাংলাদেশের ঢাকায় আয়োজিত এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য শাখার তরফে কয়েকজন যোগদান করেছিলেন।

২৬ জুলাই : অবনীন্দ্র সভাগৃহে রাজ্য শাখার তরফে 'মনকাদা দিবস' পালন। কিউবান ইনস্টিটিউট অফ ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য পিপল্‌স-র তরফে রিগোবার্তো জারজা রোজা, পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন দেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১ সেপ্টেম্বর : সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী দিবস উপলক্ষে মেট্রো চ্যানেলে রাজ্য শাখার উদ্যোগে সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২০১২

১৯-২০ মার্চ : কলকাতায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আলোচনা ও মতামতদান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৭-১৮ জুলাই : নয়াদিল্লিতে বিক্রস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) ভুক্ত দেশগুলির শান্তি সংগঠনগুলির বৈঠকে রাজ্য শাখার তরফে অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রদীপ দত্তগুপ্ত অংশ নেন।

২০-২৩ জুলাই : কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সংসদ ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশ নেন রবীন দেব, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, অঞ্জন মুখার্জি, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, মৌসুমী রায়।

২৬ জুলাই : কলকাতার নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম সভাগৃহে 'মনকাদা দিবস' উপলক্ষে রাজ্য শাখার উদ্যোগে সভা। বক্তব্য রাখেন রবীন দেব, হাফিজ আলম সৈরানি, ভানুদেব দত্ত, অঞ্জন মুখার্জি প্রমুখ।

৯ আগস্ট : রাজ্য শাখার উদ্যোগে নাগাসাকি দিবস উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট কলেজের সভাগৃহে সভা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন দেব, অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুবিমল সেন, অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূরবী মুখোপাধ্যায়।

১ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সুবিশাল মিছিলে রাজ্য শাখার সদস্যরা অংশ নেন।

৩০ সেপ্টেম্বর : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কনভেনশন—স্থান : দ্বারভাঙা হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কনভেনশন থেকে আগামী জাতীয় সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

৫-৬ অক্টোবর : পণ্ডিচেরীতে এ আই পি এস ও-র জাতীয় সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

২০-২১ অক্টোবর : শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দশজনের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অমল হালদার, স্বপ্না ভট্টাচার্য, তরুণ পাত্র, দিলীপ পাত্র, মণিদীপা দাস, তপন সেনগুপ্ত, জয়শ্রী সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় দত্ত, সৌগত পণ্ডা, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

২৪-২৫ নভেম্বর : সিরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও তুরস্কের পিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তুরস্কের আন্তাকিয়ায় আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে এ আই পি এস ও-এর প্রতিনিধি হিসাবে অংশ নেন দেবাশিস চক্রবর্তী।

২০১৩

২৪ জানুয়ারি—২ ফেব্রুয়ারি : ভিয়েতনামে প্যারিস চুক্তির চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভিয়েতনাম মৈত্রী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে এ আই পি এস ও-র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক রবীন দেব ও এ আই পি এস ও জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যা মৌসুমী রায়। হ্যানয়, হো চি মিন সিটি ও কন দাও দ্বীপে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিগত পাঁচবছরে নিয়মিত কর্মসূচী পালন করার ক্ষেত্রে রাজ্য শাখা যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা

শক্তিগুলি যথেষ্ট সক্রিয় এ রাজ্যে। আগামী দিনে আমাদের প্রিয় সংগঠনকে আরো শক্তিশালী এবং আরও সক্রিয় করতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট প্রস্তাব ও পরামর্শদানের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে। যেমন,

(১) সদস্য সংগ্রহ অভিযানে আরও তৎপর হতে হবে। বিভিন্ন সংগঠনকে যুক্ত করার পাশাপাশি আজীবন সদস্য এবং ব্যক্তিগত সদস্য সংখ্যা বাড়াতে আরও সক্রিয় হতে হবে। সংগঠনের জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১ এপ্রিল থেকে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হচ্ছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য সংগ্রহের কাজ করতে হবে। সদস্য সংগ্রহাভিযানে রাজ্যের প্রতিটি জেলাকেই অংশগ্রহণ করানোর প্রয়াস চালাতে হবে। বিভিন্ন সংগঠন-ভিত্তিক এবং ব্যক্তিগত সদস্য উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(২) সংগঠনের তৎপরতা বাড়াতে গেলে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তহবিল সংগ্রহের কাজ করতে হবে। অন্তত পাঁচ লক্ষ টাকার বিশেষ তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে, তা পূরণ করার জন্য সমস্ত সদস্যকে তৎপর হতে হবে।

(৩) সংগঠনের রাজ্য দপ্তরকে আরও সক্রিয় করতে নির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এজন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টনের পাশাপাশি, দপ্তরের কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার। সদস্যদের নিয়মিত অফিসে আসাও জরুরী। রাজ্য দপ্তর নিয়মিত খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বিগত সময়ে রাজ্য শাখা নিয়মিত নানা কর্মসূচী পালন করেছে। আগামী দিনে কাজের পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে জেলাস্তরে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন।

(৫) এককভাবে নানা অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

(৬) প্রচারমূলক কাজকর্ম আরও সংগঠিত ও সংহত করতে নির্দিষ্ট কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। যেমন, রাজ্য শাখার ওয়েবসাইট চালু করা, রাজ্য শাখার নিজস্ব মুখপত্র চালু করা, জরুরী বিভিন্ন বিষয়ে ফোল্ডার ও পুস্তিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি। সংহতি আন্দোলনের ঐতিহ্য, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয় নিয়েও প্রচারমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরী। এসব কাজের জন্য বাড়তি সাংগঠনিক তৎপরতার পাশাপাশি সংগঠনের আর্থিক সামর্থ্যও আরও বাড়াতে হবে।

(৭) এ আই পি এস ও রাজ্য শাখা প্রতি বছর নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচী নিয়মিত পালন করে থাকে। যেমন, ২৬ জুলাই মনকাদা দিবস, ৯ আগস্ট নাগাসাকি দিবস এবং ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরোধী দিবস। এক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রস্তাব এলে তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

(৮) পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মিত কর্মসূচির পাশাপাশি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংহতিমূলক কর্মসূচি পালনের জন্য সংগঠনকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সম্মেলনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করবে।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জিন্দাবাদ।
সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা জিন্দাবাদ।

শান্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করুন।
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
যুদ্ধ নয়—শান্তি চাই।
শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জিন্দাবাদ।
সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা জিন্দাবাদ।